দ্বিতীয় ধাপে ভাসানচরের পথে রোহিঙ্গাবাহী জাহাজ

দ্বিতীয় ধাপে চট্টগ্রাম থেকে নৌবাহিনীর পাঁচটি জাহাজে করে এক হাজার ১৩৪ জনকে নিয়ে নোয়াখালীর দ্বীপ ভাসানচরের পথে যাত্রা শুরু করেছে রোহিঙ্গাবাহী জাহাজ।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় নৌবাহিনীর জেটি থেকে প্রথম জাহাজটি ছেড়ে যায়। এরপর ধাপে ধাপে আরো ৪টি জাহাজ ভাসানচরের পথে ছেড়ে যায়।

জানা গেছে, উখিয়া ও টেকনাফের তালিকাভুক্ত (রেজিস্টার) ক্যাম্প ছাড়া বাকি সব ক্যাম্প থেকেই এবার রোহিঙ্গারা ভাসানচর যাচ্ছেন। উখিয়ার কুতুপালং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৮ ডব্লিউ ক্যাম্প থেকেও যাচ্ছে অনেক রোহিঙ্গা পরিবার। উখিয়ার কুতুপালং-৪ নম্বর ক্যাম্প থেকে ২৭ ও কুতুপালং-২ ডব্লিউ থেকে ২৪টি পরিবার ভাসানচরে যাচ্ছে।

এর আগে, গত ৪ ডিসেম্বর প্রথম দফায় এক হাজার ৬৪২ রোহিঙ্গা ভাসানচরে গেছেন।

কোনো বলপ্রয়োগ ছাড়াই রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে যাওয়ার ইতিবাচক মনোভাব দেখে তাদের সেখানে পাঠানোর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় সরকার।

খুলনায় পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপি’র ভোট বর্জন

খুলনার চালনা পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট প্রদানে বাধ্য করা ও অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী মো. আবুল খয়ের খাঁন নির্বাচন বর্জন করেছেন।

সোমবার দুপুর ২টায় বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে দলের নির্বাচনী

প্রধান এজেন্ট উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান খান দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচন বর্জন করেন।

এর আগে বেলা ১১টার দিকে চালনা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিশু কানন প্রি-ক্যাডেট স্কুলকেন্দ্রে ভোট চলাকালে দুই মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। সকাল সাড়ে নয়টার দিকে চালনা এমএম কলেজ কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে আলাদা হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের সনত কুমার বিশ্বাস, বিএনপি’র মো. আবুল খয়ের খাঁন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী অচিন্ত্য কুমার মণ্ডল ও গৌতম কুমার রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

‘নির্ভীক সংবাদমাধ্যম ছাড়া দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়’- ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী

‘সাংবাদিকরা নির্ভয়, সাংবাদিকরাই করোনাকালে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্ভীক সচেতন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কখনোই দরিদ্রতা নিরসন হবে না। সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে।’

আজ সোমবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ‘শীতকালে করোনা প্রতিরোধ ও করণীয় এবং শীতবস্ত্র বিতরণে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান’ শীর্ষক আলোচনাসভায় এসব কথা বলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, সাংবাদিকরা নির্ভয়, সাংবাদিকরাই করোনাকালে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্ভীক সচেতন সংবাদ মাধ্যম ছাড়া কখনোই দরিদ্রতা নিরসন হবে না। সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে। একটা কথা আছে মন যেটা জানেনা চোখ সেটা দেখেনা। সমস্যা

ক্রমেই বাড়ছে।

জাফরুল্লাহ আরো বলেন, সাংবাদিক বন্ধুদের বলতে চাই, যতই আপনাদের বিপদ হোক, যেই নির্ভীক সাহসিকতার সাথে আপনারা কাজ করছেন, সেটাকে অব্যাহত রাখেন। সবাই মিলিত ভাবে কাজ করলে দেশের দরিদ্রতা অনেক কমবে। সবাই মিলে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। যতই বিপদ আসুক, আমরা মিলিতভাবে ন্যায় এবং নীতির জন্য আমাদের আন্দোলনকে অব্যহত রাখতে হবে। এই সাহসই বাংলাদেশকে সুন্দর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। সামাজিক বৈষম্য না কমলে আমি, আপনি, কেউই সুখে থাকতে পারবোনা।

সরকার গণমাধ্যমে কণ্ঠরোধ করছে উল্লেখ করে জাফরুল্লাহ বলেন, আজকের সাধারণ মানুষ যেমন পর্যুদস্ত। আমরা প্রত্যেকেই অবহেলিত এবং পর্যদুস্ত। যারাই তাদের কথা বলতে চাইবে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা সরকারের। সরকার উপলব্ধি করে না সত্যটাকে কাছে আনলে সরকারের পরিকল্পনা অনেক সহজ হতো। সরকার তা না করে, যে সত্যটা তুলে ধরতে চাইবে, তার কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এই কণ্ঠরোধ করাটাই একদিন ওই রাজনীতিবিদকে কারাগারে নিয়ে যাবে। আমাদের জাতির সামনে কঠিন বিপদ আসছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিবেচনা এবং সাহসের ক্ষেত্রে মোকাবিলা না করলে, জনসাধারণকে সম্পৃক্ত না করলে, এ সমস্যার সুরাহা হবে না।

করোনা টিকা উৎপাদন প্রসঙ্গে ডা. জাফরুল্লাহ বলেন, ভ্যাকসিন আসলে কে কয়টা পাবেন, সেটা আপনারা দেখেছেন। আমি মনে করি, এ কাজ অনেক সহজ হতো, সরকার যদি ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতো। কম্পোলসারি লাইসেন্স বলে একটা নিয়ম আছে, এটা সুযোগ নিয়ে আমরা ব্যাপক আকারে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি। আপনারা জানেন অক্সফোর্ডে পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু তারা কখনোই এটাকে প্যাটেন্ট করেনি। তারা মনে করেছিল জনসাধারণের জন্য পেনিসিলিন উন্মুক্ত থাকবে। পেনিসিলিন যে পাত্রে আবিষ্কার করা হয়েছিল, তার একটি পাত্র তারা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রকে দান করেছিন। প্রতীকী অর্থে তারা বলতে চেয়েছিল গণস্বাস্থ্যও যেন এসব কাজে সম্পৃক্ত থাকে।

ডা. জাফরুল্লাহ আরো বলেন, ‘আমি নিশ্চিত ড. ইউনুস এবং অন্যান্য নোবেল লরিয়েটরা যদি অক্সফোর্ডকে বলতো, তোমরা অতীতের মতো সহযোগিতা করো আমরা আমাদের দেশেই করোনার ভ্যাকসিন তৈরি করি। দেশীয় গ্লোবের করোনার ভ্যাকসিন এগিয়ে রয়েছে। আমরাও ইচ্ছা করলে ভ্যাকসিন তৈরি করতে পারি। তাহলে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন তৈরি হতো। দেশের প্রতিটা লোক ভ্যাকসিন পেত।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অ্যান্টিবডি কিট তৈরির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরাই বিশ্বের প্রথম মার্চ মাসে এন্টিবডি কিট আবিষ্কার করেছিলাম। শেখ মুজিবুর রহমান বেঁচে থাকলে জড়িয়ে ধরে বলতেন, জাফরুল্লাহ জবর কাজ করেছ। কিন্তু সরকার আমাদের প্রতিটা পদে কাটা বিছিয়েছে। এখনো আমরা অ্যান্টিবডি কিটের অনুমোদন পায়নি। এরপর অনেক দেশ অ্যান্টিবডি কিট উৎপাদন করেছে। আমাদের কিটের অনুমোদন দিলে দেশ আর্থিকভাবে লাভবান হতো। এন্টিবডি কিট আবিষ্কার করতে আমাদের ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ ১০ কোটি টাকা দিয়ে আমরা অনেক বেশি গরিব মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারতাম।

গণস্বাস্থ্য আবিষ্কৃত অ্যান্টিজেন কিট প্রসঙ্গে জাফরুল্লাহ বলেন, আমাদের বিজ্ঞানী ড. বিজন কুমার শীল অ্যান্টিজেন কিট আবিষ্কার করলেন। সরকার আমাদের কন্ডিশন দিল এ কিট আমেরিকা থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনতে হবে। এতে আরো তিন কোটি টাকার প্রয়োজন। আজকে যদি এমন নিয়ম থাকতো তাহলে বাংলাদেশে ওষুধ নীতি হতো না। বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির ঔষধ উৎপাদনকারী দেশ হতে পারত না।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন গণস্বাস্থ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. মঞ্জুর কাদির আহমেদ, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া প্রমুখ।

এক দশকে অপরাধ নির্মূলের সবচেয়ে আলোচিত বছর ২০২০

২০২০ এর পুরো সময়কে গেল এক দশকে অপরাধ কিংবা অপরাধ নির্মূলের সবচেয়ে আলোচিত বছর ধরা হয়। অবৈধ ক্যাসিনো ব্যবসার রেশ শেষ হতেই, পাপিয়া কাণ্ডসহ নানা অপরাধ নির্মূলের শুদ্ধি অভিযান বছরজুড়ে বেশ আলোচিত।

করোনাকালেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা মাদক নির্মূলে অভিযান শেষ না হতেই একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা দেশবাসীকে আরো অস্থির করে তোলে। অস্থিরতার আগুনে ঘি ঢেলে দেশকে আরো উত্তপ্ত করে কক্সবাজারে

কক্সবাজারে অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো. রাশেদকে সন্দেহভাজন হিসেবে পুলিশ গুলি করে হত্যা করলে। এ ঘটনার উত্তাপ ছড়ায় দেশের আইনশৃঙ্খলাবাহিনী থেকে রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত।

উত্তাপের আগুন আরো ছড়ায় সিলেট বন্দরবাজার ফাঁড়িতে পুলিশি নির্যাতনে রায়হানের মৃত্যুর ঘটনা। লালমনিরহাটে কোরআন অবমাননার গুজব ছড়িয়ে এক মুসল্লী যুবককে পিটিয়ে হত্যা করে নৃশংসভাবে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা শোকাহত করে পুরো দেশকে।

শোকের মাতম ছড়িয়ে পড়ে শরিয়তপুর ও ব্রাক্ষণবাড়িয়ার ২৬ বাংলাদেশিকে লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্র ব্রাশফায়ারে হত্যা করলে। অপরাধের রাশ টেনে আদাবর মাইন্ড কেয়ারে চিকিৎসাধীন সিনিয়র এএসপি আনিসুলকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা।

বছরজুড়ে নানা অপরাধের লাগাম টানতে জনদাবির মুখে সংশোধিত হয় ধর্ষণ রোধে ফাঁসির দণ্ড। সিলেটে রায়হান হত্যার মূল অভিযুক্ত এসআই লিয়াকত। রায় আসে বরগুনায় চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডেরও। চার্জশিট দেয়া হয় সিনহা হত্যাকাণ্ডসহ বেশ কয়েকটি আলোচিত মামলার।

সূত্র : নিউজ টোয়েন্টিফোর।

এ সপ্তাহেই ভাসানচরে যাচ্ছে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় দল

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকে রোহিঙ্গাদের দ্বিতীয় একটি দলকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এর আগে গত ৪ ডিসেম্বর ১ হাজার ৬৪৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে কক্সবাজারের ক্যাম্প থেকে ভাসানচরে স্থানান্তর করা হয়।

এ তথ্য জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমান। তবে এ সপ্তাহের কোন দিন কিংবা এ দফায় কতজন রোহিঙ্গাকে সেখানে স্থানান্তর করা হচ্ছে, সে সংখ্যা জানাননি

তিনি।

এর আগে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় দফায় এক হাজার শরণার্থীকে ভাসানচরে নেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এনামুর রহমান বলেছেন, ‘রোহিঙ্গাদের আরেকটি দল ভাসানচরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিষয়টির নেতৃত্ব দিচ্ছে।’

বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার আপত্তির মধ্যেই তখন ওই রোহিঙ্গাদের প্রথমে বাসে করে চট্টগ্রামে নেয়া হয়, এরপর সেখান থেকে তাদের নৌ বাহিনীর জাহাজে করে ভাসানচরে পাঠানো হয়।

মারা গেছেন দেওয়ানবাগী পীর

দেওয়ানবাগ দরবার শরিফের পীর দেওয়ানবাগী আর নেই। আজ সোমবার ভোর ৬টা ৪৮ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০।

জানা গেছে, ভোরের দিকে তিনি নিজ বাসায় স্ট্রোক করেন। পরে তাকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেওয়ানবাগ শরিফের ওয়েবসাইটের তথ্যানুযায়ী, দেওয়ানবাগী পীরের নাম মাহবুব-এ খোদা। তবে তিনি ‘দেওয়ানবাগী’ নামে পরিচিত। ১৯৪৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তার বাবার নাম সৈয়দ আবদুর রশিদ সরদার। মা সৈয়দা জোবেদা খাতুন। ছয় ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। নিজ এলাকার তালশহর কারিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

ফরিদপুরে চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা আবুল ফজল সুলতান আহমেদ চন্দ্রপুরীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন দেওয়ানবাগী পীর। এরপর তার মেয়ে হামিদা বেগমকে বিয়ে করেন, এর সুবাদে শ্বশুরের কাছ থেকে

মঙ্গলবার এইচএসসির ফল নিয়ে কথা বলবেন শিক্ষামন্ত্রী

এইচএসসির ফলাফল, বন্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বই উৎসবসহ শিক্ষা সংক্রান্ত সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনলাইনে মতবিনিময় করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুমের মাধ্যমে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের সংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, এ বছর মোট সাড়ে ৩৪ কোটি নতুন বই ছাপা হয়েছে। এই বই এখন শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক গোলাম ফারুক সাংবাদিকদের বলেন, বই কীভাবে পৌঁছানো হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় থেকে দেয়া হয়নি। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্লাসভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

‘ধ্রুবতারা’র উদ্বোধন করলেন

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

বাংলাদেশ ও কানাডা সরকারের মধ্যে জি-টু-জি ভিত্তিতে কেনা ৩টি উড়োজাহাজের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ড্যাশ ৮-৪০০ উড়োজাহাজ দুটি যথাক্রমে আগামী জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বিমান বহরে যুক্ত হবে। নতুন উড়োজাহাজ বহরে সংযোজনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও স্বল্প দূরত্বের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যসমূহে বিমানের সাপ্তাহিক ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করা হবে।

বিশ্বব্যাপী মহাসংকটে অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশ

ইতিহাসের কঠিনতম একটি বছর পার করল বাংলাদেশের অর্থনীতি। মহামারী করোনাভাইরাসের ছোবলে অর্থনীতির এমন কোনো খাত নেই যেটি আক্রান্ত হয়নি। এমনকি সে ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার নতুন করে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ লেগেছে। গত মার্চ থেকে মে সময়ে কৃষি আর জরুরি খাদ্যপণ্য বাদে প্রায় সব ধরনের উৎপাদন বন্ধ ছিল টানা দুই মাসের বেশি। অথচ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো উৎপাদন। মাসের পর মাস কলকারখানায় ঝুলেছে তালা। খোলেনি মার্কেটের প্রধান ফটক। দোকানপাটের শাটারও ওঠেনি। কর্মীরা ছিলেন দিশাহারা। কর্মহীন হয়ে পড়েন জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। পরিবহন খাতের চাকাও ঘোরেনি। ইঞ্জিন বন্ধ ছিল লঞ্চ, বিমান, হেলিকপ্টারসহ সব ধরনের যানবাহনের। সরকারিন্ডবেসরকারি অফিসেও ছুটিন্ডঅর্ধছুটি ঘোষণা করা হয় মহামারীর সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে। পরবর্তী সময়ে প্রায় শতভাগ অফিশিয়াল কার্যক্রম চলে আসে অনলাইনে, যার কিছু অংশ এখনো বিদ্যমান। ফলে মানুষ ছিল ঘরবন্দী। এমন রুদ্ধশ্বাস নিয়েই প্রায় পুরো একটি বছর পার করেছে দেশের অর্থনীতি।
করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্ব অর্থনীতিও স্মরণকালের ভয়াবহ রকমের সংকটময় একটি বছর পার করল। দুন্ডএকটি বাদে বিশ্বের প্রায় সব দেশই নেতিবাচক প্রবৃদ্ধিতে চলে গেছে করোনার ধাক্কায়। বাংলাদেশের অর্থনীতিও বছরের শুরুতে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সব শ্রেণির মানুষের কর্মস্পৃহা ও সরকারের চেষ্টায় দ্রুততম সময়েই আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে দেশের অর্থনীতি। তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়নে দ্রুত সংকট সামলে নেয় সামষ্টিক

হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মহামারী রূপ নেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কতটা দীর্ঘায়িত হবে এর ওপর নির্ভর করছে অর্থনীতির ক্ষতির বিষয়টা। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বলেছে, করোনাভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অন্তত আড়াই কোটি মানুষ চাকরি হারাবে। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) বলছে, ২০০৮ন্ড২০০৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাকেও হার মানাবে এবারের করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সব সদস্য দেশকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছে। সংস্থা দুটি বলেছে, বিশ্ববাণিজ্য থমকে গেছে।
সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বলেছে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি মন্দার মুখে পড়তে পারে। অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ৩০২ কোটি ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বাংলাদেশ। সংশ্লিষ্টরা জানান, করোনার কারণে যে সংকট চলছে তাতে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বৈশ্বিক জিডিপি। কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, উৎপাদন হ্রাস, সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার কারণে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যও কমে যাচ্ছে। এ জন্য বছরজুড়েই বিনিয়োগকারীরা ছিলেন উদ্বিগ্ন।

এখন মানুষ এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা

মানুষ এখন এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা। বিশ্বকে এ বছর সন্ত্রস্ত ও বিপর্যন্ত করে চলেছে এক ভয়ংকর ভাইরাস করোনা। ১৭ লাখের বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এই মহামারি, আক্রান্ত করেছে প্রায় আট কোটি মানুষকে। ধস নামিয়েছে অর্থনীতির। বছর শুরুর মাত্র তিন দিন আগে চীনের উহান থেকে শুরু হয়ে দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই নতুন করোনাভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা বলছে, আগের কোনো কোনো মহামারি করোনার চেয়ে বেশি মানুষ মারলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু দেশের মধ্যে। কখনোই বিশ্বের সব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েনি এবারের মতো। একে বাগে আনতে মানবজাতির সম্মিলিত চেষ্টাও চলছে নজিরবিহীনভাবে।